জল্লাদ ও মুখোশ বিষয়ক প্ররোচনাগুলি

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

জল্লাদ ও মুখোশ বিষয়ক প্ররোচনাগুলি

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

নিসর্গ

জল্লাদ ও মুখোশ বিষয়ক প্ররোচনাগুলি
আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

রচনাকাল: ২০১০-২০১১
স্বত্ব
শামীমা নাহিদ
প্রকাশকাল
বইমেলা ২০১২
মুদ্রণ
পুনশ্চ প্রিন্টার্স
২৭৬, ঢাকা ইউনিভার্সিটি মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০
প্রকাশক
নিসর্গ
৪৪১/১বি সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা
মূল্য- ষাট টাকা

Jollad O Mukhash Bishoyak Prorochanaguli, a collection of Bengali Poems by Abu Sayeed Obaidullah. Published in February 2012. Published by Nisarga, 441/ 1B Senpara Parbata, Mirpur-10 Dhaka. Cover Designed by Masum Hasan. Tk. 60
ISBN: 978-984-33-4536-3

উৎসর্গ

আমার সন্তানেরা
আফসানা
রিজওয়ান ও
মাইশাকে

সূচিপত্র

দুঃখী হাড় গোলাপ ফুলের গেট ও মেলার মুখ

রেললাইন পাহারাদার মোরগ ও শীতের চাপকল

গোল্ডেন কয়েন নীল গাড়ি ও ভোরের মসজিদ

জল্লাদ ও মুখোশ বিষয়ক প্ররোচনাগুলি

দুঃখী হাড় গোলাপ ফুলের গেট ও মেলার মুখ

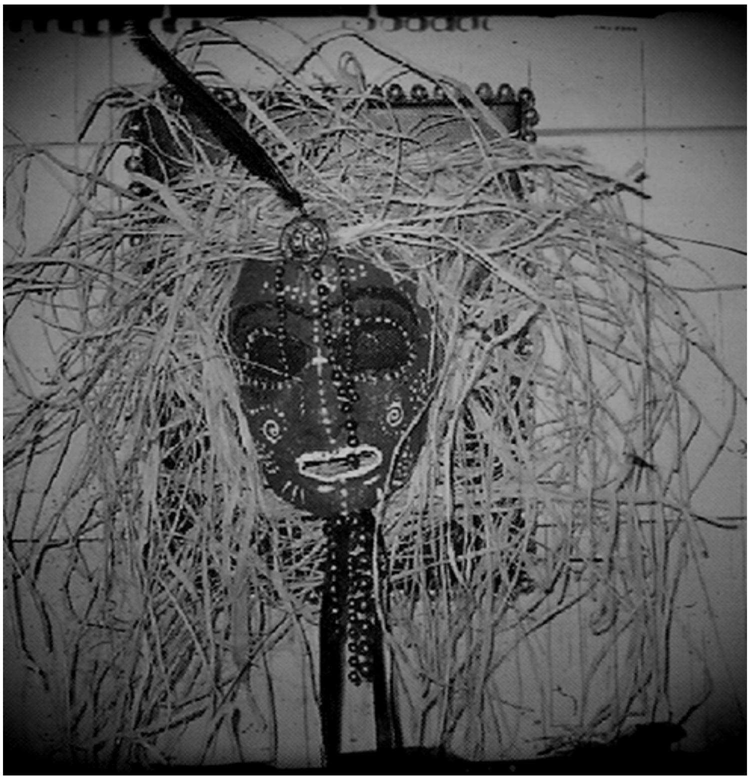

দুঃখী হাড়

বলাকা সিনেমাহলের টগর ভেদ করে নতুন বানানো সেতু
যারা নামছে চাঁদ ধরে তাদের বাড়ির জলচৌকি দেখা যায়
জল পানি জল কলস আসর করে বসছে রাস্তার হোটেলে।
ওপার তেকে রঙ বদল করে মেঘনা যমুনা
গ্লাসে তরল আপেল কমলা পড়ছে।
পাশে শিক কাবাব নানরুটি
জনে জনে বনভেড়ালের পশম মনোলিথ।
বাস ছেড়ে বইয়ের দোকানে মাংস শোকার আনন্দে
ছেলেদের শিশ্নস্পঞ্জ বিজলিপ্রবাহ
জামা পাজামা ঘাম বেয়ে আজ কার বিবাহ!
এতক্ষণে ক্যানভাসারের তপোধ্বনি বয়ে আনছে
মোরগ লড়াইয়ের সন্ধ্যা- কুহু চিৎকার
জল পাতা জল আড়িয়াল খার ভিটাপানি।
আগুন পুড়ে সবুজ হলে নানরুটি ভেদ করে
জেগে থাকে এক দুঃখী হাড়।

মেলার মুখ

ভিড়ের মধ্যে এক লাল ষাঁড় গুঁতো দিচ্ছে।
তার শিং থেকে পিতলের ঘণ্টি বনাঞ্চলের মাটি
গুর গুর করে ছড়িয়ে দিচ্ছে
বাসকলতা পোড়ো জমির বনসাই।
দূরে সরে যাচ্ছে না মানুষ। নরম কাধের মাংস ধরে
গলাতে মালা পড়িয়ে দিচ্ছে ছোটো ছেলেমেয়েদের দল।
তাকে শহরের গরুর হাটে আনতেই শেষ বারের মতো
জমি ছেড়ে চলে যায় এক মায়াবী ফিঙ্গেল।
হাতে হারমোনিয়াম হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাগজ
ঘোড়াগুলো ছুটছে আরবি ভাষার তালে।
কৃষকপুতুল প্লাস্টিকের বাঁশি একটা বাচ্চাকে দিতেই
হাম্বা হাম্বা রবে ছুটে আসলো গাভীমাতা।

নজরুলের কবরের সামনে

নজরুলের কবরের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি
তোমার হলুদ কামিজে জলপ্রাচীর সাস্থ্যমাছ
মাঝ বরাবর সাক্ষী লাল তিলক হাস্নাহেনা।
উড়ছে যে কবুতর তার ডানাতেও তোমার নাম লেখা
কি স্বয়ংক্রীয়- মিশে আছ মেঘ জলপাইয়ে!
আঙুল থেকে কাগুজেলেবু প্রজাপতির পাখা
জামা ভেঙ্গে আস্তে আস্তে রেইনট্রি বাঁশপাতার সবুজ।
এই নাম না জানা মুহূর্তে
নজরুলের কবর খোলার বাসনা নাইবা বললাম
কারণ ঠোঁটগুলো মিশে যাচ্ছে কৃষিকাজ জলখামারে।
চোখ মেলাতে মেলাতে যেদিকে তাকাও সেদিকেই
ছিন্ন গোলাপ মিছিল করে আসছে।
তোমার আমার আলিঙ্গন শেষে
এক ঝুলন্ত ট্রাম্পোলিন থেকে লাফিয়ে উঠলো
সার্কাসমেয়েদের নেমে যাওয়া স্তনবেড়াল।

লং হলিডের দিনে

রাস্তায় সবটুকু গাছই হলো
শেকড়বাকড়সহ আমি ইকেবানা বানাই।
ঘুমিয়ে থাকা মেয়ের দিকে তাকালাম
মেয়ের রেডিও থেকে লম্বা এক রাইফেল
গুলি ছড়িয়ে দিল তাবুতে।
যারা রান্না করছে কাপড় বদল করছে
তাদের আঙুল ভরে উঠলো পিপাসাছুরি রক্তজ্যামে।
যে যেভাবে খবরগুলো শুনছিল
প্রথমে বুকে পরে গোপনাঙ্গে শেকলগুলো পড়লো।
সৈন্যগুলো ট্রাওজারে রাখছিল মৃত আঙুলের আংটি
আর নীল তাবু কাপড় সবকিছু ছাই হলো
এক সিপাহির হিংসাপ্লাটুনে।

আর দূরে এই আমাদের জলদালানের ভেতর
একটা একটা ঘুম রাতের গাছ হল
রাত্রি গড়িয়ে ঘুমের এই গাছ গাছের শেকড়
ছড়িয়ে পড়লো সেনাছাউনিতে।

গোলাপ ফুলের গেট

বিয়ে বাড়িতে ঢোকার জন্য লাইন ধরে আছি।
গোলাপ ফুলের গেটে ঢুকে গেল পিতলের মাছি
সাথে আমার হাত ঘড়িটাও মিশছে পাপড়ি সিপালে।
পালকি চড়ে নতুন বউ আসছে
মাথার পাগড়ি গলে যায় তার ঘুমন্ত চাউনিতে।
অবিবাহিত মেয়েদের মায়েরা তাকিয়ে আছে জামাইয়ের দিকে
তার ঘোড়া থেকে দিকবিজয়ের শ্বাস পড়ছে সাজানো খাবারে।
শীত এলো সূর্যপোড়া পৌর পাড়ায়
শীতের এই বুনোব্যবহার জামাই জানে!
সবাই যখন খাবার খেতে খেতে ফিরে যাবার কথা ভাবছে
নতুন বউয়ের শরীর থেকে পড়ে গেল ভিনদেশি নেকলেস ।

সময়শূন্য ঘড়ি

স্বপ্নের রেল করে দৌড়ে আসছে এক ট্রেন
হাওয়ামিনারে কাঠের দরোজা পাতার জানালা
আর কম্পার্টমেন্টে রাখা কলাগাছের মাদুর।
শুয়ে আছে যারা তাদের গা জুড়ে আমফল
গন্ধকাতর পাড়াদের মৌমাছি।
ট্রেনটি যেখানে গিয়ে থামলো তার স্টেশন শেষ হলো
একটি পারাগাঁয়ের উঠোনে।
উঠোনে জোৎস্নার ডাকঘর
চিঠি পাঠিয়ে খবর দিলো মেয়েরা।
অক্ষরে অক্ষরে বয়ে যাওয়া লালনীল মাছ
গাছ থেকে পাখির শীত সবুকিছু থামলো।
নীল মাফলারটাও উড়ে বসল বান্ধবীর গলায়
গাড়ি
বরফদিনের চাকা ভরে উঠলো ঘুমকাতর আলোমেশিনে।
দু চোখ লাগতে লাগতে জানালার কাচ
হাতের মখমলে বসে গেল এক সময়শূন্য ঘড়ি।

মানুষ ও কবি

মানুষে মেশিনে কথা চলছে।
তৈরী গোলাপ
সম্পর্কের স্প্রিং লম্বা হচ্ছে কাবাবের টেবিলে।
মুখ নড়ছে হিংসা হিংসা করে বদলে যাচ্ছে মায়ের ভাষা
স্লেটে আঁকা বাড়িটার চোখমুখ।
পা থেকে আরো পাথর আরো জাহাজ বানিয়ে
ঘরে তুলবে মানুষের উৎসব।
ছাদের এই সীমানা বল খেলার দাক্ষিণ্যে ভরে ওঠে
জলপাই মাঠে।
ফুকোর পাগল
দারিদার ভাঙ্গাগড়া গল্পের জঙ্গল ধরে আনবে
ভবিষৎতের বানর ও পিঞ্জর।
সেও থাকে মানুষের ভেতর মানুষ থেকে ছুটে
আস্তে আস্তে গুলিয়ে যায় অন্ধকারের পাপড়িতে।

চড়ুই পাখি

বুকের ভেতর গাছ খুলে এক চড়ুই পাখি বাসা বাঁধছে।
আকাশের মেঘফুল নীল বোরকা পড়িয়ে দিচ্ছে বৃষ্টিপ্যাটেল
ঝড়ের মনিষা।
চড়ুই নিদ্রাকাতর এমন ওড়ে তো ওড়েনা
শুধু খড়কুটো খোলামকুচি লাগিয়ে রাখে হাড়ের ঘুপচিতে।
তার পায়ের লাল ঠোঁটের কিনার ধরে জেগে উঠছে এক
বস্তিবনভূমি।
লেজ থেকে সবুজলেজ পাতাবাহিনী
খুলে দিচ্ছে ভিজে যাওয়া এক মায়ের শাদা কাপড়।
তার নিচে গাঢ় এক সকালবেলা ধান ফুটাচ্ছে
কয়েদীদের কারখানায়।
কালো গ্রীল দালানপাথর ছেনে
চড়ুই আনছে পালকের নরম শীতজাগা আগুন।
পতাকা উড়ছে
স্কুল ঘরের ছাদ থেকে উড়ে আসছে সেনাদের গুলি।
তাকে যেই ধরল কাউন্সিলের পুলিশ
পথে নিভে গেল মুদি দোকানের শেষ মোমবাতি।

শিশু মাছ

গোসলখানা থেকে মাছ ভাজার গন্ধ পাচ্ছি।
আস্তে আস্তে বুকের গাছ লতাপাতা সাবানের ফেনা বেয়ে
উঠছে মাছের চোখ কানকো লেজের রেশমিজাল।
সামনে প্লাস্টিকের হাঁস কাঠের কুকুর
বাথটাবের পাথর ধরে ধরে শীতনিবাস খুঁজছে।
যে আগুনে পুড়ছে এইসব নরম নরম আমিষ
সে আগুনের সুড়ঙ্গপথে ফুলে উঠছে ফেলে যাওয়া
জেলেদের শেষ কোঁচ। আর নৌকার পাশে
ঝরে পড়া রক্ত ঠোঁটের টুকরো দেখে দেখে
বাথরুমের সিঙ্ক দিয়ে ছুটে আসছে এক শিশু মাছ।

শেষ বাসা

আজিমপুর কবরস্থানের কাছে বাসা
ছাদের হাওয়ায় উড়ে আসে বিডিআরদের খাকী।
সেনাদের প্যারেড দিয়ে দূর পরিখার চালচিত্রঃ
মানুষের শেষ বাগান তলিয়ে যাবে রাইফেলের বাটে।
নিউমার্কেটে গিয়ে বাজার করি
সবজি সোয়াবিন এইসব মৌসুমি ফল মাংসগোলাপ
নিয়ে আসি এক চাঁদকলের রিক্সায়।

বউ রান্না করে কাচামরিচের লালসবুজে
পানি জুড়ে বিছানা রাত্রিতাড়নার ঝিলিক।
বাচ্চারা সাপলুডু খেলছে টেলিভিশনে ম্যাকগাইভার
সব কটি জানালার ছাপচিত্র ভেসে আসছে পড়ার টেবিলে।
রাত্রি ঘন হলে এই জুঁই বিছানায় শুতে যাই
বালিশ ঘেঁষে বৃষ্টিদিনের শালিখ ওড়ে।
আর
ভাইবোনদের হাড় এসে মিশে যায় কুয়াশাচাদরে।

রেললাইন পাহারাদার মোরগ ও শীতের চাপকল

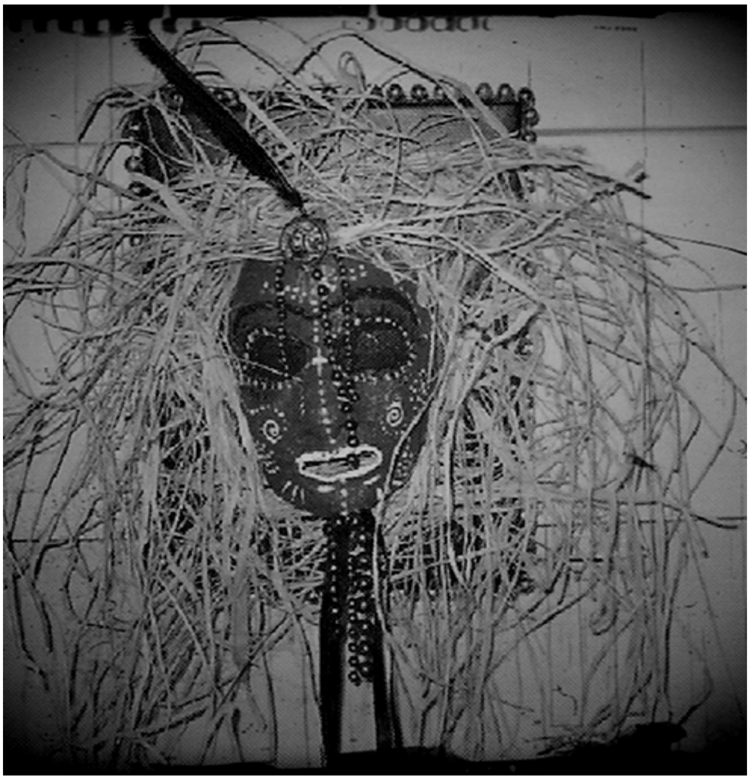

রেললাইন

রেললাইনের ওপরে শোয়া আধুলি
আধুলি নাকি বিড়াল মরা মানুষের চিতল
চুপ করে বসে আছে বনরাতের নেশায়।
ভৈরবপুরের সৈকত ছেড়ে পয়সানাবিক
কি ভাষা আনছে রাত্রিধাতবে।
পাশে শোবার ঘর
পাজামার গ্রিল ঘেঁষে চাপকলের পানি
পড়ছে চাঁদতারার রঙে পাতালজল
সেই টানে সমুদ্রে ভেসে আসা প্রেততরল
কারো ঠোঁট ভিজিয়ে দেয় ঋতুবালিতে।

ব্রিজের সুড়ঙ্গ দিয়ে নদীর ভেতর নৌকা।
আমাকে দেখছে না আমিই সেই আধুলির
জিন্দা রুপালি নেবো বলে নদীর কথা ভুলছি।
শুধু চলে যাওয়া ট্রেনটার কথাই মনে পড়ছে বারবার
কম্পার্টমেন্টের জোড়াশামুক মাংসগন্ধের আলো
বিছানা করছে কুশনগোলাপ রেইনট্রি ।
ট্রেনটার চাকাচাকু হত্যাধ্যান
পয়সার উমে মিশে আছে ভূগোল জার্নিতে।

শহর

ভুলে যাওয়া শহর থেকে ন্যাংটা গাছ আসছে
রতিপাগল চড়ুই শীত সকালের মা শান্তি
সাইকেল
পাতা থেকে সবুজ গোকুলের ধানকল এসব
ভট ভট চেপে পড়া ইঞ্জিনের রোদছায়া মাখছে।
চারকোলের রোদ মাইফেলের ফল ঝুলে পড়ছে
কবরখানার হাড়ের ক্যাম্বিসে।
জিরো পাওয়ারের বাল্ব এসে জোড়া লাগছে হাতে
হাত থেকে চিঠি লেখার রেশমিকলম মেয়েদের শেখাচ্ছে
মা হওয়ার প্রথম কলি।
পথে ছিন্ন দাস দাসী মোঘল যুগের
হাতপাখা মিশিয়ে দিচ্ছে রাস্তায়
লালসা বাগানে।

ওপেরা হাউজকে নিয়ে

ওপেরা হাউজকে দেখলে আমার কিছুই মনে পড়ে না
শুধু পাশে থাকা ব্রিজটার নিচে শাদা ক্যানভাস সীগাল
আর নৌকার স্টিল লাইফ দেখে
একটি গলাফোলা কবুতর তার বাদামী উড়াল
ঘাড়ের নিচে আকাশ করে আসে।

বাড়ি বাড়ি নিমফুল জাম্বুরা পায়ে ছোটদের লাল
আম্মা যেভাবে হাত খুলে পড়শির ময়ূর
সেভাবে আগুন সেঁকে রেল লাইন পার হয়ে
তার পাশে জোস্নাঘোড়া লুকিয়ে থাকা জলসহিস
দরোজায় নামছে।
স্কুলের সামনে ছাতা হাতে বোন
তার চুলে গ্রীক নগরীর থিয়েটার
কারা কেমন ডুব মারে থিয়েটার ভাঙ্গলে!
তেমন ডুবে যাওয়া জাহাজ পথচারিদের গোপন
বেশ কাছে লাগছে।
এরকম ধারণাহীন ট্যুরিষ্টবাতাসে গাড়ির টায়ারে
ওপেরা হাউজ সর্যোদয়ের সেলাইকল।

পাহারাদার মোরগ

বাপের বাড়ি যাবার আগে তোমার কাপড়ে চাঁদ চাঁদ
ঘন সবুজ মেঘের দাগ। দরোজা খোলার আগেও
একটু একটু শীতজল। একটু একটু আপেল ভাঙ্গার ইতিহাস।
বাইরে হারিকেনের আলোয় না-জন্মানো ছেলেমেয়েদের
স্কুলব্যাগ কাঁপা কাঁপা তিরপল ভূবনডাঙ্গা নামের।
যেদিন চলে যাও কাজের মেয়ের ভারি ভারি কলস
গন্ধে ফোটা হাড়ের নিচে গোপন জ্বালানিস্তর।

উঠোনে গলা উচিয়ে দেখে ফেলে পাহারাদার মোরগ।

শীতের চাপকল

বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বউ বাজারের গল্প করছি।
টেবিলে ছায়াকুকুর- নাভিদরোজা ঝাপটে বসে আছে
শীতজ্বরের উলেন।
ব্রিজ ভাঙ্গার জল শুনতে পাচ্ছি। তির তির করে উড়ে আসছে
ট্যুরিস্ট পাখি লাল লেজের ব্লিজার্ড।

যেভাবে ফুলে উঠছো যেভাবে ফুলদানি কাঁচা আপেল
মাথার কাছে যেভাবে বিষকলম
এর মাঝখানে হানা দেয় এক ঝিম চাপকল।
তার নিচ থেকে হিম হিম মাটি
সেয়ানা মেয়ের বাচ্চা দস্তানা পিঞ্জর
ফেলে যাওয়া রাস্তা মৃত গ্রামের বিবরণ।
ট্রেন ধরা ফেলে নক্ষত্র ঠেলে এক পাতালের পাতাছাপ
ভাঁটফুল বাসা বাঁধছে মিষ্টির দোকানে।

বউ বাজার

রেডিওতে যুদ্ধ চলছে
ভাইয়ের কবর থেকে আর এক কবরে
তোমার নামও।
চোরা চোরাবালি দান খয়রাত বহুদূর
যেতে যেতে পথে সাক্ষাতে পেটের নিচে
যৌনমাছি হাওয়ার আলোড়ন।
যে সবুজ দেখি উঠোন পেরিয়ে নীল মসজিদের পাশে
তাতেই মাথায় মাথায় নিদ্রাকার্ফু আর
লং হলিডের আগমন।

সোনার চাদরে মোড়া তুমি ধরা দেবে নাকি?
না দাও। নবাব গঞ্জে বউ বাজারে গিয়ে ছলাৎ ছলাৎ নৌকা।
থোকা থোকা পরাগ রঙ ধরেছে মোলায়েম সবজিপুকুরে।
রায়পুরা থেকে চিঠি আসে
অক্ষরে অক্ষরে এই পিতলের ফুল আগুনদাঁত
গলিয়ে দিচ্ছে দোকানঘরের শেষ মোমবাতি।

সিনেমাহল

পর্দা সরিয়ে আরো পর্দা আরো কাঠ
ব্রিজ কমলার ঝুড়ি হাওয়ার পাঁচালি রিক্সা।
যতদূর চোখ যায় কালো পাল কফিন
ভিক্ষাপাত্রে সূর্যকামিনীর ফুল দেখছি।
সাথে সাথে সেনাদের নৌবহর ওভারব্রিজ পেরিয়ে
কলেজেগেটে থামছে।

কমর থেকে ঝাঁ ঝাঁ মুক্তো মনোরিল
শিখিয়ে দেবে নায়িকার বনখোলা নাচ।
দৃশ্যাহত যারা থাকে তাদের পর্দা জুড়ে পোড়া বাঁশি নৌকা
জল ধরে আসছে কোথাকার কোন ছায়া কোন জাতমারা বীর।
এন্টার দা ড্রাগন গলে গলে মেলার ঝুমঝুমিতে
ফুলে উঠছে আগুনের বল্লম।

কালো স্লেট

লিখতে লিখতে অন্ধকারটা বিবাহিত কালো
রঙ জমেছে চাদর ভরে পাকা আলো বীর।
আরো পা ছড়াছড়ি আরো দয়াল করুণা
মাঠ থেকে মাঠ কয়লাখনি হাড় বয়ে আনছে।

কলাগাছের নিচে বোন দাঁড়িয়ে
তার রাতচোখ তার ফেলে দেয়া শাড়ি সাততারা
পাতা মাদুর ঠেলে ঠেলে পেট থেকে
কার জোছনা কার তেল চকচকে পিঠ ।
লিখি বল অক্ষরবেলুন লিখি রুটির সকাল
সেই টান শোনে গোল ঋতুগুলি
মায়ের স্তনের দিকে যায়
ভাইবোন পাখিঠোঁট উঁচিয়ে ঠোকর দেয় পিপাসাগোলে।
মায়ের শাদা বেয়ে স্বরলিপি বৃষ্টিদিনের ঘুম
দূরে দাঁড়িয়ে চুক চুক শব্দ পায় নিরীহ পিপুল।

বাড়ি

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ির দিকে আসছি
বউয়ের শাড়িতে পেট্রোল বন্দাই বীচের শামুক
ম্যাগডোনালসের সাপলুডো ঝুলে পড়ছে মেয়ের হাতে।
একটা বাচ্চা সেও কখন যুবতির খোল!
গান শুনে গানে বাগান আসে
আস্ত একটা সাপ।

বাড়ি আরো নিশানা
আরো জলমহল তুলে ধরছে হাওয়ায়
কুপি কেরোসিন ঠাঠা রাবারের ভাত বিছানা
মার্বেল চাঁদে ডুবে যাচ্ছে বাজারের শেষ ভায়োলিন।
ঘরের ভেতর ঘর ফেলে টেবিল চেয়ার মেলে
আরো চাঁদ টিউশনি আরো মায়ের অপেক্ষানদী।

আরো রেললাইন

আরো হাড় পাওয়া যাবে আরো পালক চুলের ফুল
সকালের ঘাসের ঘণ্টিতে হলুদ।
পাজামা থেকে কামড় সূর্যমায়া তার তিল তিলক
পিতলের বক সিনেমার টলমল।
পাশে বকুলের পাতা
কে মরে আশ্বিনের আগুনে জল শূন্যতায়
ঠিকানা ঘুম।

ছেলেরা দৌড়াচ্ছে আজনবি বাতাসে
শীতের রাগবি ভরে কন কনে জামরুল
খেলা করে আলোতরঙ্গের ইকেবানা।
চিঠি লিখি চিঠির ভেতর উড়োজাহাজের হাড়
দূরের লাইলন মিনার।
রেললাইনের ঘুমন্ত আংটা ধরে চলে যায়
ন্যাংটা সাইকেল আরোহী।

গোল্ডেন কয়েন নীল গাড়ি ও ভোরের মসজিদ

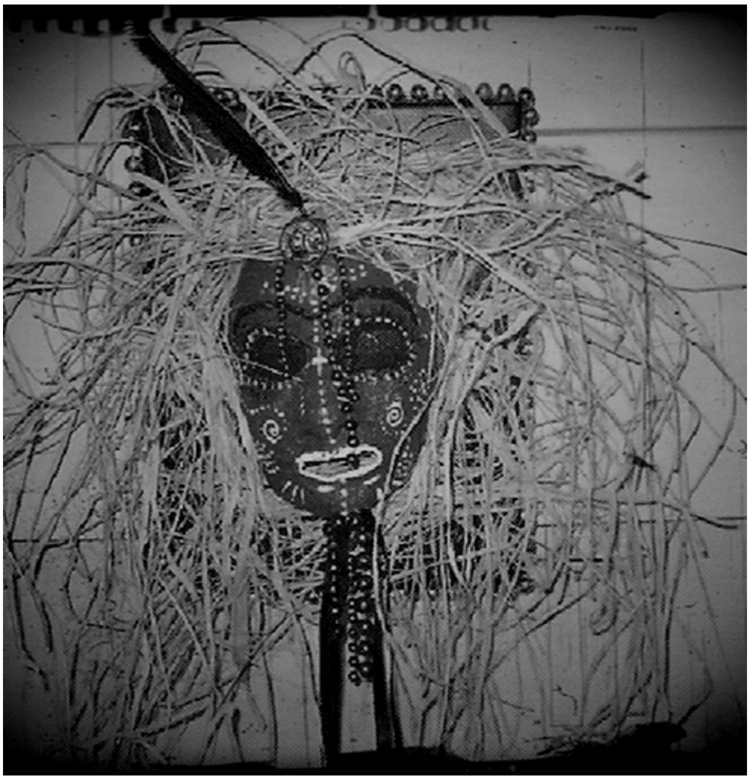

গোল্ডেন কয়েন

মেয়েটি
জোর গলায় গান ধরতেই পাশে সরে গেল ছায়াটা
সাবওয়ে জুরে অন্ধআলো পথচারিদের ঝুলসাঁতার
মাছ হয়ে কেউ ভাসছে স্রোতে।
ভায়োলিন থেকে সুর উঠছে হাত ভরে উঠছে
শীতের জেকেট পাপোশে।
পা পা মা মা এইসব গান জলবর্ষণ
শপিংসার্কাস বেয়ে নামলো মাথার জবাঝুঁটিতে।
মানুষ ভিড়ে ঠেলে দেখছে মেয়েটাকে
আলগা আলগা চুল ভেজা পাতলুন গোলাপসেপের মুখ
নিচে ধীরে ধীরে লাল আঙুর ফলের বনানী।
এর ফুলও উড়লো-
ধু-ধু রেক্সিনশরীর চোখের ভাষায়- সবুজ কলাপাতা
আর টুপিতে রাখা গোল্ডেন সব কোয়েন।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে ক্যাফেহাউজ পার হয়ে
কয়েনগুলো একে একে জড়ো হলো আমার হাতে।
এই শাদা নদীর পারে রঙজ্বলা জামায় আমার মতো কেউ
কয়েন গুনছে ভিখিরির জন্য রেখে যাওয়া রাস্তায়।
দূরে চাপকলের পানি আর রুটি চাঁদ করে
দরোজা খুলে বসে আছে পৃথিবীর শেষ মা।

নীল গাড়ি

ব্রিজ ছেড়ে গাড়ি নামতেই সূর্যকলি ধোঁয়াকল।
রাস্তার পাশে দর্জির দোকান
হা করে বসে আছে লাবণ্য খোলা কমোরের সাপ।
আড়ালে আড়ালে শেয়াল চলে
লাল মুরগির ছানা কবুতরের বুক এইসব গুমখুন
গড়িয়ে পড়ে বাঁশপথের কিনারে।
পাশে ছেলেমেয়েদের চুমাচুমি গোলাপ করে আনে
ভেসে আসা সাম্পান।

দামী জামাপাজামা কয়লাখনি পথের আহ্নিক
মুখস্ত করলো ছেলেবেলার ঢালুপথ।
জল নামতা জল মেয়েদের গন্ধ
রাস্তা খুয়ে খুয়ে নামলো সেনাবহেরর কুজকাওয়াজ
এক পা দু পা সারা দেহে নীল তাবু কামানের দাগ।
পৃথিবীর ব্রিজগুলি পার হয়ে যাচ্ছি এক নাম না জানা বাতাসে
একদিন নদীতে পাহারাদার হেয়ে বসে থাকলো
মাঝি ও বৈঠা।

প্রতিপালন

পালন হয়ে ঝরছে সবকিছু। মেয়ের দিকে তাকাচ্ছি
মা হয়ে ঝরছে দুধমাখা আঙুল নিঝুম নাভিপার।
তার টানও শুনছি।
অদেখা কবরে শুয়ে আছে মা
সেখানে আমার শেষ পাণ্ডুলিপি শেষ চাঁদের ঝুরি।
তাই দেখে দেখে
বনখামারে লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ছে খরগোশ
তার দীঘল পাখা বকুল করে আনছে শাদা বরফের দেশ।
দেখছি পায়ের পাথরে এক একটি জলকণা
এক একটি লণ্ঠন হয়ে জ্বলছে চৌরাস্তার কাছে।
পাহাড় পার হয়ে এই বীচতলায়- ছেলেমেয়েরা দেখছে
কিভাবে মুক্ত হচ্ছে সিংহাসনের শৃঙ্খল।
ওদের নিমজ্বর সবুজ সংসার পারাপার করে দিচ্ছে
ঢুবে যাওয়া জাহাজের বাড়িগুলি।

পালন হয়ে ঝরছে সবকিছু
তুমিও আসছো। তোমার ভেতরেও যাচ্ছি আমি
ঘুমিয়ে পড়া এই বালকের ঘুড়িগুলো নামলো
তোমার রৌদ্রকরিডোরে!
নিঝুম ধারাপাত বেয়ে এই খোলা রাতের বাঁশকুঞ্জ পেরিয়ে
তোমার হাতে ফুটছে আরো ভাতের হাড়ি।

ভিনদেশি রাখাল

আইপ্যাডে বৃষ্টি হচ্ছে মাঠ বদলাচ্ছে সীমানা ডিঙিয়ে
শত্রু চরাচর দখল গুলি লাগছে সিনা জুরে।
পালক পড়ছে
দাঁত থেকে দাঁতে চুনমাখা রৌদ্র এসে ব্রাশ করছে
স্বপ্ন দেখছি এই ব্রথেল নেমে পড়া তরল যুগ্মযোনি
আঙুরবিষ হয়ে নামছে রাত্রি জাগার বিছানায়।
রাজা রাণীর বিবাহ জলহস্তির হাওয়া তিতির
মানুষের মুখ পয়সা ফুটো করে জাগছে
দালানের শীর্ষে।

জাহাজের খোল থেকে মানুষ আসছে
পরদেশের ভূগোলে নেংটা নেংটি হয়ে নামছে
হারিয়ে যাওয়া মেয়ের খেলনা।
আম গাছের নিচে বসে এই রূপান্তর খেলা দেখছি
হাড় বেয়ে গজিয়ে উঠছে মেথিকান্দার বাঁশি
এক দড়িছাড়া বাছুর হাম্বারশ্মি দিলো
বিড়াল হয়ে থাকা কবরের সন্ধ্যায়।

সমুদ্র ভমণ ২০১১

যে পানি শরীর পর্যন্ত উঠছে তার তলানিতে
এক একটি দুপুর এক একটি গ্রাম। কিনার ধরে
জামাইয়ের সাইকেল বোনের সবুজ এইসব জলপাইছায়া
জড়ো হচ্ছে জাহাজের পাটতনে।
গান হচ্ছে
ধাক্কা শুনে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গি মাইকেলের গানে দুলছে।
তার ডানাকাটা হাত তার বাচ্চাদানির শেষ সীমানা দেখে
উড়ে আসলো দোকানের বাতি ঘুলঘুলির চড়ুই।
জন্ম হচ্ছে
কাদামাখা শরীর নিয়ে বার হচ্ছে আশাগুলো
তার মুখ দেখে ছাই দিয়ে মাছ কাটার কথা মনে পড়ছে
দা বটি সবুজে আগুনে কার বিবাহ জ্বলছে।
ঝুল বারান্দার একটি সকাল একটি জানালা
জানালার গ্রিল ঘেঁষে কখন দাঁড়ায় স্কুলের দপ্তরি।

ভোরের মসজিদ

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছি টেপকল পানি পড়ার গুনগুন
ছিন্ন হাওয়ার গুঁড়ি মেলে ধরছে সমুদ্রবিলের আয়না।
তার ভেতরে শাদাছায়া আলোর কাপড়
উঠে দাঁড়ালো মায়ের মায়াপথ।
সেই পথে বাড়িছাড়াদের ঘুড়ি ফিরে আসছে শহরের ছাদে
ক্লান্ত মুখ সেনানিবাস সিপাহিদের বুট এইসব
ঝাপিয়ে পড়া সাপ সাপুড়ে খেলা করছে তাবুতে।

পাশে শুয়ে থেকে এই প্রথম তোমাকে আঙুরবন
আর বাদামী ঘোড়াদের কথা বললাম।
শেষ রাতের ট্রেন পাখি হয়ে মিশে যাচ্ছে ব্রিজের কুয়াশায়
ভাইয়ের কবর বাঁশবাগানের সবুজ ঘন হয়ে আসছে
স্টেশনে চায়ের দোকানে।
ফুল গুনছি
গোলাপ না টগর এমন স্বাধীনতা হোটেলের শেষ কিউতে!
যখন সারি সারি মাথা আর গোল গোল
টুপিগুলি ভেসে আসলো মেঘে
শাদা একটা দালান হয়ে উঠল এই স্বপ্ন।

বাংলাগাছগুলি

বরফ হয়ে ফাটছে হাওয়া
যতই মুখ বাড়াই হাত খুলে নিতে চাই পাতাগুলি
ঠাণ্ডা পাথরকণা বসে থাকে বনমোরগের সাজে।
তার মধ্য দিয়ে আগুন জ্বলছে ধারাপাতের বাতি:
অ-তে অজর ক-তে কাহিনি
ফেলে যাওয়া পথের ঘুম গোঙানি
লুটিয়ে পড়ছে জেব্রা ক্রসিং-এ।

বাহু ঠেলে লজ্জা পেরিয়ে কথাগুলি ফলছে
সার্কাস আর সিঁড়ি তার ভেতরেই বড় হচ্ছে স্বরজন্ম ব্যঞ্জনজন্মগুলি।
এই স্নেহ এই রঙ জমানো গান চোখ টেনে দিল ঘুমঅলসতায়
সেইখানে লৌহপ্রান্তর কাঁটাতার ছাড়িয়ে চোখ পড়ছে বিহ্বল
সীমানাপারে। খণ্ড যুদ্ধ চলছে পাড়ায় পাড়ায়
হাত পা বর্ণমালার মাথা বেড়িয়ে পড়ছে
বণিকের ভাষায়। নিহত হবো না ভেবে এই রবিশস্য
হাঁসের পালক নিয়ে মাটিজাহাজে নেমেছি
এক এক করে ফুটছে বাংলাগাছগুলি।

রিক্সা আরোহী

বাতাসে হুড উড়তেই বাতাসরিক্সার কথা মনে পড়ল।
এই জমে যাওয়া কানের কাছে লালহলুদ ছাউনি
বৃষ্টি পড়ছে প্লাস্টিকের পর্দা ঘিরে দুলে উঠছে নদী।
সোনাতনগরের গলি গুপচি পেরিয়ে শিশু কচুরিপানা
ফুটে আছে স্কুলগামী মেয়েটির জলমোজায়।
ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে শহরের মুখে আসছি
কার্তুজ ভরে ঘনকৃষ্ণ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
বল্কলবাহি সেনা!

সেই ধ্যানে টিনের চাল ধরে পড়ে যায় কিছু কিছু চাঁদ
ভয়ে রিক্সার হাতল ধরে ব্রিজের পাশে দাঁড়াই
তোমাকে হারিয়ে ফেলিছি কবে হাইওয়ের পাশে!
ছুটে চলা এক জাগোয়ার আসছে ভেউ ভেউ করে
ধুলোয় ঘেরা বন্ধুর চায়ের দোকানের কথা মনেই ছিল না।
রিক্সা আরোহীর বুকের কাছ দিয়ে কখন চলে যায়
আন্তনগর শেষ ট্রেন!

নো ইউ টার্ন

মিছিল মিছিল করে পথ আসছে।
ট্রাম্পোলিন থেকে লম্বা জিহ্বা সিংহত্বক
চুলের ডাকিনী চুল খুলছে। তার জোড়া স্তন বেয়ে
নামছে চূর্ণ খাজুরাহো।
মালা পড়ছি
ধরা পড়ছি এই মদ্যমধুর পথহেমলকে।
পেছনে ভাঙ্গা এরোপ্লেন আস্তাবল
মৃত পাখির শেষ গোঙানি। তার ভেতরে মুক্তঝুরি
টাই টাই ভেসে যাচ্ছে সন্ধ্যার রেসগুলি।
আমিও তোমার দিকে ঠেলে দিচ্ছি নৈশকাতরতা
ডাকাত যেমন খোঁজে সোনাখনি এই মধ্যরাতে।

আরো যাই
আরো পথ খুলে ভেজা পাতলুন সোনামণিদের স্কুল
তীর করে আসছে গান গাইছে পাখি শীতবস্ত্র শীতের চা পানি।
ভিজে টান টান এই রক্তকুয়াশা
বধির চোখ বধির আলো তবু শুনছি শেষ গাড়ির ঠিকানা।
দেখছি হাত ধরে কচুরিপানা দিকবদলের হাড়গুলি নামছে
আহবান আসছে সোনার শিকলে পড়ে থাকা হাতগুলি
নামছে ভাইয়ের কবরে ।

শেষ আগুনের ঘ্রাণ

রেল দেখে দেখে একটা সাপের কথাই মনে পড়ছে
পাড়া পড়শি শান্তঘুম পরামানিকের পুকুর
স্থলসাপ পেট বিছিয়ে বৃষ্টিছাপ খেলছে।
বান্ধবীর লম্বা চুল চাঁদবেনী সাই সাই করে
বুকের বকুল ভেদ করে জেগে উঠছে একটি মুখ।

বাতাস শেষে ঝুলে আছে চৌরাস্তার বাতিঘর
যারা ফিরে আসছে তাদের জামা খুলে কিছু শামুক
কিছু ঈশ্বর বিষয়ক মৃদু প্ররোচনা শোনা যায়।
যেমন গাছ থেকে গাছপা সবুজ কোকিল এক এক করে
ময়ূরজন্ম জন্মান্তর শিশুশঙ্খ স্বপ্নের ভেতরে নামছে।
সারা পথের ক্লান্তি নিয়ে এক গনগনে চুল্লির সামনে
দাঁড়িয়ে ভাত গুনছে এক বালক।
তার হাতমোজা তার হারানো সাইকেল ফিরিয়ে আনতে
মা পানি আনছে পিতামহীর গভীর কুয়া থেকে
সেই আদরে সে শুষে নিচ্ছে শেষ আগুনের ঘ্রাণ।

জল্লাদ ও মুখোশবিষয়ক প্ররোচনাগুলি

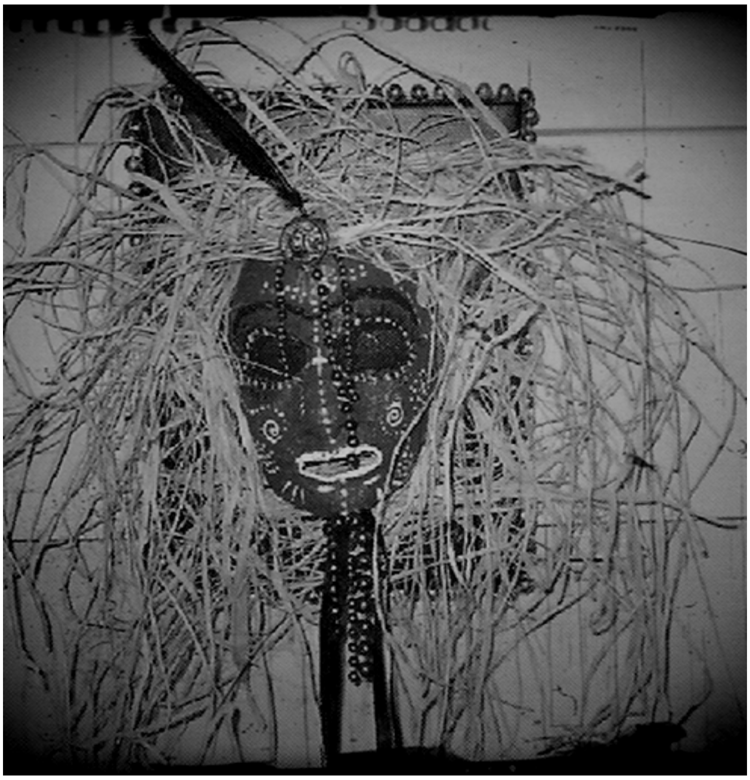

অন্ধকারের ঘাড়

ফল বাঁচাও
রাত্রি ঘুমিয়ে গেলে
ডেকে তোলো গাছ থেকে বীজগুলি
বীজনারী জলবীজ ঢেউয়ে ঢেউয়ে পানসি
ভেতরে তপোধ্বনি ছেলেমেয়েদের তাজা।
সিংহ পাহারাদার বসছে লাল খুলে
তার রোমশগুলি অন্ধকারের ঘাড়
তাই দেখে উড়ে যাবে প্রজাপতির উড়াল।
ফল ঠাঁই
দখল এই জলদালানের সিংহাসনগুলি
যারা আসছে তাদের গ্রামের নামে
এই বদ্ধ দরোজার খিলান।
খোলো আঙুল দাও
ওম জাগাও বরফে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
নৈশ ভ্রমণ শেষে রাক্ষসমায়া উড়ে যায়
তাকে কবরে পাঠাও।
রেললাইন ধরে লালফুল জবারানি দোল
ঘুম ভাঙতে ভাঙতে এই কমলাঝুরি
চোখ থেকে আলোবীর চড়ুই ও শালিক।

কালদণ্ড

কালদণ্ড বসে আছি অকালে
পা টানবে পাতাল টানেলে
জিহ্বানালা লৌহতাবু গণ্ডারের হা হা।
কালো কুচকুচে পিঠ পাহাড় তার গলা দিয়ে
জাহাজ ঘুরে পাথর ছেনে ইলেক্ট্রিকের দড়ি।
চেনে কাচাদলা মাংসবাতি মুখগহ্বর
যম কুকুর যম ভালুক
ছিনিয়ে নেবে ময়ূরপালক উড়ালের ছলাৎ।
এই ছলাৎ এই নিম্ননাভি কয়লাজুরে বসতের গাড়ি
কার বাড়িতে বসে থাকে সে হরিণী সেজে
সেই মুখোশ
দুই পাশে দুই বল্লম নাম ধরে নাম কাটে
আস্ত একটা সেনাকল হানা দেয় বস্তী দখলে।
তার লাল কাঁটা তার সারা শরীর দাঁতে দাঁত
হানবে কাটবে ঠিকানা লাইসেন্স মাথাটা চাইবে
পকেট থেকে জমিয়ে থাকা সন্ধ্যার ছায়াগুলি
দেখাতেই রক্ত গড়বে দেয়াল।

আগুনে কুয়াশায়

রোদ দাও
তাপ পৌঁছাও পাথরছাউনি যেমন
গোপন করে বসে আছি চাঁদ ও তারায়
ঘূর্ণি ভূগোল জংলিজঙ্গল হায়না গুল্মগাড়ি
কার ফেলে যাওয়া কংকাল শিকড়ে!
কাটে বাকল কাটে পাতাশিরাগুলি
আমাকে অবুজ বুঝে লৌহকঙ্কর কাঁটার ঘাগড়া।
তাবু মেরে বসে আছি পাতা পরে
আগুনে কুয়াশায়
কোন দিকে যায় রাজা উজির সিপাহসালার।
হে মেঘ মেঘরাখাল গাছ করো আকাশে
তার নীলবৃষ্টি বৃষ্টি দিয়ে আমার টি সার্ট মাফলার।
জবজবে জলমসজিদ প্রথম সাঁতার
মেঘনা পারের ছেলে হাওয়াপালকের জ্যাকেট
খুইয়ে খুইয়ে মায়ের শাদা জোছনা চাই
গন্ধ শুনে বুকের কাছে নৌকাগুলি ছোটে
পাকাবৃষ্টি মেঘ নেই নেই কাঠবসতি।

স্তনপোকা

কোমরে থেকেছি ঝুলে স্তনপোকা যেহেতু
ধুন তুমি
মীড় টপ্পা বাঁশিরাগিনী শত সহস্র ছিলিম।
কোমর তো কবরস্থান নয় তাই জেনে
দেয়ালে অন্তরালে বুনেছি বাগান।
নেশা মন্থর
সিনায় সিনায় কত যোনিশামুক হাটে
ধুমযোনি তোমার। উঠো বসাও
পাই ইশারা দুসরা
নৌকা নিয়ে দোললাম দোললাম খেলা।
ঝিল্লি ঝালর নিয়ে কালো ফেলে অন্ধ
পথ দেখি পথ দেখি না
ঘোড়া চলে সহিসহীন পাহাড়ে বালিতে
যেমন পানি পড়ে না এমন টান টান চলন।
তবু প্রান্তর ছিঁড়ে সমুদ্র পাইপ করে আসে
বাহ! গরাৎ
আস্তে আস্তে কোমর ছেড়ে শূন্যে ঝুলে তারা।
যে ফসল ফলছে মাঠে মাঠে কুয়াশায়
তার লম্বা দীঘি তার ফল ভরে আশ্বিনে কার্তিকে।

অক্ষরের গন্ধে

অক্ষর দাও
বাক দাও বোবাকালা মা-স্বর
বিষ হোক নিম গুহা থেকে বিজরিপল্লব।
উঠে যে আসছে তাকে থামাও
আমি তো মায়ের ঘুটের আগুন নিতে চাই
সেই টানে কোকিল আর সাইকেল ধরে আসি।
ডাকাতের কপিলায় ফুঁ দাও
জ্বালাও কথামৃত
পোড়াও কামড়ানোর দাগ অতি রতিকামীদের।
যাকে হারিয়েছি তার দিকে নিশানা স্থির
বস্তু অজ্ঞাতবাস তার চামড়া থেকে বদল করো বাঘ।
দূরে ফসলের উঠাবসা পাখির ঢঙ্গে হাওয়াতরল
দেখ যে পালক সে তো শিকারী আসল
তাকে মেরে চলে এসেছি অক্ষরের গন্ধে।

ভাষা পিঞ্জরে

জল থাকো পানি যেই নামে ফুলো
ঢুকো কানে পেটের গর্তে
বাইপাশ করে হাড়ে হাড়ে
টনটনে মা যেমন টানে গর্ভে আড়ালে।
চিঠি তো নিয়ে এসেছি হাওয়া করে
জানিনা কি লেখা যে লেখে তাকে দংশাই
বকুলে ফুলে রাতের টোটেমে গভীরে
ভালোআশা আরো থাক ভাষা পিঞ্জরে
পর্দার আড়ালে বর্ষা ফোটাও।
লুকোনো কুয়ো থেকে আয়না
ফিরে উঠো আবার কাঁচগুড়ো লক্ষী
পারাপার করে দেবে এই যমুনা খরা।
জলপ্রকৃতি লালন
পালনের গরুগুলি ক্ষেত খেয়ে হাটে
আর তাদের মালিকেরা জমজমে যায়।
আমরা এই খিলান খুলে ভেসে যাবো জলে
আমাকে কীভাবে ঠেকাবে এখন
নদী হয়ে আছি বিছানায়।

ছায়াঅশ্ব

নীল গলছে
শান্ত বসে আছি একটা আকাশ
বাকী খোলাটা না-রঙ পুরোই শাদা তেপান্তর
যে কাটে সেও সেলাই করে ফুল ও সাপে।
ফুল দূরে যায় ফুল কার ঘরের রানি দুলহানিয়া?
যত দূর তত কাছে
কার ছায়া স্কুলঘণ্টি পাড়ার দুশমন।
ছায়াঅশ্ব ছায়াডিম যেমন অশ্বারোহী
ঘুম দাও পায়ের কাছে সুতানটি বাজার
নেমে নেমে পয়সা বানাই। যেদিকে ব্যবসা বাজার
চরম নিরাকার গুলিস্তা আর
নিহত ভাই কবর লোমনেশা খবর।
পাখির নাম ধরে দেশ আসে কেউ
হাওয়া বাতাসে কঙ্কাল পাই তার
গাছে গাছে শিকারসভা ঝুলছে পরদেশ ছাই
নদী কোথায়-
জ্বলে পুড়ে যাওয়া জলকল।

আলোমাংস

সূর্য কাটো চাক চাক
ছড়িয়ে পড়া দিকচক্রবাল লাল আলোমাংস
বিনাশ হোক চেখে তোলো রশ্মিগুলি
খুলে রাখো মাঠে ইদুরের গর্তে।
নাহলে সময় সেনাকরে আনে জলময়না ব্রিজ।
শুধু রাইফেল শুধু ট্রা ট্রা বাংকার
পা পিছলিয়ে হাড়কংকালে ঘরবাড়ি।
যে মারে তারা ছায়াই সবখানে যায়
তাকে এবার মাথা ঝুলিয়ে ধরো
কাটো দাঁড়িয়ে থাকা অপরূপ জল্লাদ
মেশিনে দাও।
শুধু কোকিল কবুতরে সংসার হোক
তার ভেতরে তরল গন্ধ মা আর মেয়ের
বন্ধ শহীদের লাল রক্তজড়োয়া।

সাপগুলি

যে রাখে সেই লুকায়
সেই ধুলোর কাপড়ে মুখোশের মায়া
তাতেই মা রিক্ত মা শেষ ট্রেনের ফেলে আসা রুমাল।
যেমন বাঘ ও মেশিন পরস্পর ভাই
তার দিকে সংখ্যা বাড়ে ভয় আর প্রতীক্ষায়।
মাথা যায় মাথা গড়ে মাটি ও পুস্তক
যে লুটায় সেই খবর বানায় নৌকা থেকে জাহাজে
তার সাপগুলি ছোটে রক্ত ও সঙ্গীতে
চক চকে দা পুষ্পে ও পাথরে দরোজা খুলে
শত গোলাপের কোরবান।
সবুজ দাও
কফিন ছেড়ে ভেসে উঠে ক্যাফে শহরের গন্ধ
যে ঘুমায় তার হাত ধরে চলে যায় মাঝি
নৌকাগুলি বসে থাকে এতিম।

জল পালাও

জল পালাও
দ্বারে দ্বারে আরো পাইপ আরো ক্রেন
শিকারি বুনছে মাঠ থেকে পাটাতনে
তীর ধনুক লোহা পাথরে প্রান্তর।
ঠোঁটে করে নিয়ে যাবে ঘূর্ণি আর আষাঢ়ের নৌকা
জলহাড় ছড়িয়ে দেবে পাঁজি বৈশাখে।
এই হৃদস্পন্দন রক্তভাষা শ্যাওলাফুলে আসে
সেখানে তাবু খোলো ঘুমাও।
এই জলশুদ্ধি ফসফরাস সমুদ্রগুল্ম
মাছে মাছ ক্রম হাড় আদিম পাহাড়ি
গড়িয়ে আসে মাছমানুষ ডাঙা বরফের তিরপল।
হাড় বাঁচাও
যারা থাকবে ওদের জলমহলে গাছজিনের খেলা
বেরিয়ে আসবে হাড় থেকে লম্বা লম্বা গাছগুলি
গাছ দাও গাছপাখা গরমে ছায়া
পাখি যেমন ডিম থেকে প্রজাপতির জাতি।
ভ্রমণের রৌদ্রগুলি পাতা মেলে ধরেছি
আরো শহীদ হোক সময় আরো সেনাদের তিমির
উদীয়মান বাংকার থেকে জলসাপ হয়ে জলে যাক হাড়গুলি।